ভরিতে সোনার দাম কমলো ১ হাজার ১৬৬ টাকা

সোনার দাম ভরিতে এক হাজার ১৬৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। এতে সবচেয়ে ভালো মানের সোনার দাম হয়েছে ভরি প্রতি ৯১ হাজার ৯৬ টাকা। যা এতদিন ছিল ৯২ হাজার ২৬২ টাকা।

রোববার বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এম এ হান্নান আজাদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সোমবার থেকে স্বর্ণের এই নতুন দাম কার্যকর করা হবে।

নতুন দাম অনুযায়ী, সোমবার থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা কিনতে লাগবে ৯১ হাজার ৯৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১০৫০ টাকা কমিয়ে করা হয়েছে ৮৭ হাজার ১৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ৮৭৫ টাকা কমিয়ে ৭৪ হাজার ৫৯১ টাকা করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ৬৯৮ টাকা কমিয়ে ৬২ হাজার ১৬৯ টাকা করা হয়েছে।

এদিকে সোনার দাম কমানো হলেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রুপার দাম। ক্যাটাগরি অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের রুপার দাম প্রতি ভরি ১ হাজার ৭১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ১ হাজার ৬৩৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১৪০০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ১০৫০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

দামুড়হুদায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের মধ্য

দিয়ে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। রাত ১২ টা এক মিনিটে দামুড়হুদা উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রথমেই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ হাজি আলী আজগার টগর শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, দামুড়হুদা মডেল থানা, দর্শনা থানা, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ, শিক্ষা অফিস, ফায়ার সার্ভিস, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রী অফিস, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, সদর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা যুবলীগ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব, উপজেলা ছাত্রলীগ, হেঁসেল ঘর কফি হাউজসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ওসি এএইচএম লুৎফুল কবীর, অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, সাব রেজিস্ট্রার নফিয বিন যামান, ফায়ার সার্ভিসের সাব অফিসার নাসির উদ্দীন, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজি আব্দুল কাদির, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, যুবলীগ নেতা মহসিন আলী, হযরত আলী, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুসহ প্রমূখ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ।

মুজিবনগরে প্রথম প্রহরে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন

রাষ্টের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস ও উপজেলা চেয়ারম্যান জীয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

পূষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার পক্ষে অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল,বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন এর নেতৃত্বে জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে উপজেলা আওয়ামীলীগ, উপজেলা যুবলীগ ,উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগ এর সহ সভাপতি মতিউর রহমান মতিন এর নেতৃত্বে উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগ, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক এর নেতৃত্বে উপজেলা কৃষকলীগ, ছাত্রলীগের পক্ষে মোনাখালি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি স্বপন গাজী ও বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ নেতৃত্বে উপজেলা ছাত্রলীগ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন এর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ, ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজের নেতৃত্বে মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুর নেতৃত্বে ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার, সহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন ।

এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

একুশের প্রথম প্রহরে বীর

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২.১ মিনিটে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রথমে রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্ম¥দ মুনসুর আলম খান।

জেলা জজ আদালতের পক্ষে জেলা জজ মো. শহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপারের পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, এ্যাড. মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান, এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, উপজেলা পরিষদের পক্ষে এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পুলিশ বিভাগের পক্ষে পুলিশের সকল কর্মকর্তা, মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কাউন্সিলর বৃন্দ, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের পক্ষে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। একে একে বিভিণ্ন সংগঠণ, রাজনৈতিক দল, বিবিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

মেদেনিপুরের ওরশ শেষে বিশেষ ট্রেন ফিরেছে বাংলাদেশে

মেদেনিপুরে ওরশ শেষে বিশেষ ট্রেন বাংলাদেশে ফিরেছে। গতকাল রবিবার দুপুরে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথ দিয়ে মেদেনিপুরের স্পেশাল ট্রেন ওরশের বিশেষ দোয়া শেষে দেশে ফিরেছে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ নাইম শেখ জানান, ভারতের মেদেনিপুরের হযরত আলি আব্দুল কাদের আল হাসানি আলবাগদাদির ১শ২২ তম ওরশ শেষে গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে বারটার দিকে দর্শনা সীমান্ত পার হয়ে আসে। পরে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন শেষে বেলা আড়াইটার দিকে ২৪টি বগিতে ২হাজার ১শ৫২জন যাত্রী নিয়ে দর্শনা ত্যাগ করেন।

আনজুমান -ই-কাদরিয়া সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার সাধারন সম্পাদক আব্দুল আজিজ কাদরিয়া খোকন জানান ১৯০২ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ধর্মপ্রান মুসলমানেরা ভারতের মেদেনিপুরের ওরশে যোগদান করে থাকেন, এবারো দু দেশের রেলওয়ে কতৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ ট্রেনটি ভারত ঘুরে আসলেন।

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুলের ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের নিয়ে অরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিভিল সার্জন ডাক্তার জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু, চ্যানেল ২৪ এর সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মুমিন ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মোঃ ইনজামুল হক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
সিভিল সার্জন ডাক্তার জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

মেহেরপুর জেলায় ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৮৫৪১ জন শিশুকে নীল রঙের ক্যাপসুল এবং ১২ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৬১ হাজার ৯৭৮ জন শিশুকে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

তিনি আরো বলেন জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর ফলে শিশুদের রাতকানা রোগ এবং ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যে কারণে প্রতিবছর দুইবার ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

মেহেরপুর জেলার প্রায় ৪০ জন সাংবাদিক ওয়ারেন্টেশন সভায় অংশগ্রহণ করে।

বিকাশকর্মী থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক আনোয়ার,নেপথ্যে অনলাইন জুয়া

বিকাশের ডিস্ট্রিবিউটর সেলস অফিসার (ডিএসও) পদে চাকরিকালীন মাসে বেতন পেতেন সাড়ে ১১ হাজার টাকা। করোনার অতিমারিতে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হলে জুয়াড়িদের কাছে বিকাশের এজেন্ট সিম সরবরাহ করতে আবিষ্কার করে তিনি নিজেই অনলাইন জুয়ার হোতা বনে যান। আর এই দুই বছরে সাড়ে ১১ হাজার টাকা বেতনের সেলস প্রতিনিধি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।

আরব্য রজনির রুপকথা আলাদিনের চেরাগকে হার মানানোর গল্প এটি। এবারের গল্পের নায়কের নাম আনোয়ার হুসাইন। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। ইতোমধ্যে গাড়াডোব অনলাইন জুয়ার দ্বিতীয় দূর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে গ্রামে ৩০ থেকে ৪০ জন তরুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।

মুলত ২০২০ সালে করোনার সময় তিনি অনলাইন জুয়ার এজেন্ট মাদার আলীকে সিম সরবরাহ করতে গিয়ে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। যখন

কোনমতে বিকাশের বেতন থেকে সংসার চালাতেন। মাত্র দেড়বছর যেতে না যেতেই কোটি কোটি টাকার মালিক হতে থাকেন তিনি। অনলাইন জুয়ার আয় থেকে শুরু সম্পদ কেনা ও ব্যবসা বাণিজ্য। তবে বদরুদ্দোজা রয়েল প্রথম আটক হওয়ার পর সে পুলিশের কাছে আনোয়ার হোসেনের নাম জড়িয়ে দিলে তারপর থেকে পলাতক জীবন যাপন শুরু করে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে এলাকায় আসেন। কাজ শেষ করে আবার আত্মগোপনে থাকেন।

আনোয়ার হোসেনের সম্পদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, আনোয়ার হোসাইন অনলাইন জুয়া থেকে আয় করা টাকা দিয়ে ২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিকের সামনে সড়কের (মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক) পাশে চার কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৯৪ লাখ টাকা। যে জমি রেজিষ্টি করত্রে ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ১০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর ৬৯৮২/২১।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের কাটাইখানার সামনে আজিজুল হকের মেয়ে সুমনা হকের কাছে থেকে চলতি ২০২২ সালেল ১৯ জুলাই ৯ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪৫ লাখ টাকা। দলিল নম্বর-৪২৭০/২২।

শহরের পিয়াদা পাড়ায় সুমনা হকের ভাই রাসেল হকের কাছে থেকে ২০২২ সালের ২৮ জুন তারিখে সাড়ে ১৪ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৮৪১/২২। রেজিস্ট্রি ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ৬ লাখ টাকা।
২০২১ সালের ২২ জুন তারিখে ফৌজদারি পাড়ার আশরাফুল ইসলাম ও তার ভাইদের সাথে ৬ কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৬০লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৫৬৬/২১।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কাঁচারি বাজারে মরিয়ম হার্ডওয়ার এন্ড ইলেকট্রনিক্স নামে চারটি দোকান নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন চলতি বছরের ১৩ অক্টোবর। চারটি দোকানের জন্য জামানাত দিয়েছেন সাড়ে ১১ লাখ টাকা। মালামাল তুলেছেন প্রায় এক কোটি টাকার। দোকানটি পরিচালনা করেন তার এক ভাইরা।

জানা গেছে, গত বছরের ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। রয়েল সাইবার ক্রাইমের কাছে ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে স্বীকারোক্তি দেন। ওই ১৫ জনের মধ্যে আনোয়ার

হোসাইনের নামও ছিল। কিন্তু এখনো আনোয়ার হোসাইন অধরা রয়েছে।

আরো জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। দেদারছে জুয়া খেলে কোটিপতি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

এ ব্যাপারে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আনোয়ার হোসাইন অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, অভাবের তাড়নায় এ জুয়া খেলা শুরু করেছিলাম। একসময় খেলেছি, অনেক টাকা আয়ও করেছি। কিন্তু এখন এ কাজের সাথে জড়িত নয়। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এখনো তার জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), সম্প্রতি বলেছেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। অনলাইন জুয়া নিয়েও পুলিশ কাজ করছে। ইতোমধ্যে অর্ধশত অনলাইন জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা পেলে কেউ ছাড় পাবে না।
(আনোয়ার হোসেনের বাকি তথ্য নিয়ে আরেকটি পর্বে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।)

অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

অনলাইন জুয়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যান মোস্তাক নাহিদ অনিককে
(২২) ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে অনিক ও হাসিবকে আটক করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং মুজিবনগরের দারিয়াপুর থেকে রিমেট নামের একজনকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

আটকরা হলেন-অনলাইন জুয়ার দূর্গ খ্যাত মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ছেলে মোস্তাক নাহিদ অনিক (২২), কোমরপুর গ্রামের মোস্তাকিন আলীর ছেলে মেহেদী হাসিব (২২), দারিয়াপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মুশফিকুর রহমান রিমেট (২৩)। গতকাল রবিবার বিকালে তাদের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগরের আদালতে হাজির করা হলে হাসিব ও রিমেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

বিশ^স্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ তারা জানিয়েছে মেহেরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টি চ্যানেল দেওয়া আছে।

যেগুলো সিম সরবরাহ করে তার অনিকের পিতা মাদার আলী। আর এগুলো সব নিয়ন্ত্রণ করে অনিক নিজে।

সূত্রে আরো জানা গেছে, রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার পুরো কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে টম (ছদ্মনাম) নামের এক ব্যক্তি। অনিক বাংলাদেশের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনিকের অনুমোদন ছাড়া কাউকে এ চ্যানেল দেওয়া হয় না। এর জন্য অনিক পেয়ে থাকেন চ্যানেলের ৮ শতাংশ এবং টম পান ১৫ শতাংশ। এভাবে মেহেপুরের দুই শতাধিক তরুণ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষকে তারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িয়েছে। যার অন্যতম দূর্গ মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর। এখনো তাদের এসকল চ্যানেল পরিচালনা করছে সমরাজ, উজ্জল, সোহাগ খুড়া, জঙ্গল, লাল মিয়াসহ প্রায় ২০ জন এজেন্ট। এছাড়া বেশ কয়েকজন চ্যানেলের জন্য টাকা জমা দিলেও অনিকের কারণে তারা চ্যানেল পায়নি। যা থেকে অনিক ও টম কয়েক কোটি অবৈধ আয় করেছে।

স্থানীয়রা জানান, মাদার আলী সবসময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ছত্রছায়ায় থেকে এ ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছে। যা বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে। আগামীতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদ নেওয়ার চেষ্টাও করে চলেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মেহেরপুর কয়েকজন সাংবাদিককে মাসোহারা দিয়ে ম্যানেজ করার অভিযোগও এক অনলাইন এজেন্টের স্বীকারোক্তীকে উঠে এসেছে। সদর উপজেলার পিরোজপুরে মাদার আলীর শশুরবাড়ি এলাকায় একজনকে চার বিঘা জমি নিয়ে চারটি চারটি চ্যানেল দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন বলেন, আটক আসামিদের মধ্যে অনিক অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমে মেহেরপুরের শীর্ষ এবং দেশের সেকেণ্ড ম্যান। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় হাসিব ও রিমেট অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকা কথা স্বীকার করেছে এবং তাঁরা অনিক ও তার পিতা মাদার আলীর চ্যানেল পরিচালনা করে বলে স্বীকারোক্ত দিয়েছে।
এদিকে, অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় অনলাইন জুয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্ধশতাধিকজনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। মাদারের ছেলে অনিককে আটকের মধ্যে দিয়ে বড় ধরণের একটি সফলতার মাইল ফলক স্পর্শ করলো মেহেরপুর পুলিশ বিভাগ।

পেছনের কথা:

গত বছরের ২৫ সেমেপ্টম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদে মাদার আলীর তথ্য উঠে আসে। এনিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টদের হুমকি ধামকিও দেয় মাদার আলীর লোকজন।

প্রকাশিত ওই সংবাদে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকে কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগও ছিলো তার বিরুদ্ধে। অথচ বর্তমান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছেন। পুলিশের ওই টিমটি অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে একের পর এক সফল অভিযান বাস্তবায়ন করছে।

[redacted]

[redacted]

৯ম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান: ২১ এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে ৩০ মে ১৯৮১। মোট চার বছর ৩৯ দিন।

১০তম রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার: ৩০ মে ১৯৮১ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৮১ (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)

১১তম রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার: ২০ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২। মোট ২৯৮ দিন।

পদ খালি (২৪ – ২৭ মার্চ ১৯৮২)

১২তম রাষ্ট্রপতি আ ফ ম আহসানউদ্দিন চৌধুরী: ২৭ মার্চ ১৯৮২ থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ মোট ১ বছর ২৫৮ দিন।

১৩তম রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ: ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। মোট ৬ বছর ৩৬০ দিন।

১৪তম রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ: ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ১০ অক্টোবর ১৯৯১। মোট ৩০৮ দিন।

১৫তম রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস: ১০ অক্টোবর ১৯৯১ থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৯৬। মোট চার বছর, ৩৬৫ দিন।

১৬তম রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ: ৯ অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০১। মোট পাঁচ বছর ৩৬ দিন।

১৭তম রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী: ১৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২১ জুন ২০০২। মোট ২১৯ দিন।

১৮তম রাষ্ট্রপতি জমিরউদ্দিন সরকার: ২১ জুন ২০০২ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২। মোট ৭৭ দিন।

১৯তম রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯। মোট ছয় বছর ১৫৯ দিন।

২০তম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০ মার্চ ২০১৩। মোট ৪ বছর ৩৬ দিন।

২১তম রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ: ১৪ মার্চ ২০১৩ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

এবার ২২তম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। আজ রোববার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দেন। আজ বিকাল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দিতে পারবেন পদপ্রত্যাশীরা।

আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হওয়ার কথা এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

তবে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় চুপ্পুই হচ্ছেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি।

সূত্র: যুগান্তর

সাহাবুদ্দিন চুপ্পুই হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাদের সমর্থিত প্রার্থীই হবেন রাষ্ট্রপতি। সে হিসেবে চুপ্পুই হচ্ছেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থী হিসেবে তার নাম চূড়ান্ত করেছেন।

রোববার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দলীয় প্রার্থীকে নিয়ে তার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাছাই ১৩ ফেব্রুয়ারি। প্রত্যাহার ১৪ ফেব্রুয়ারি। সংসদ ভবনে ভোটগ্রহণ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। অবশ্য রাষ্ট্রপতি পদে একক প্রার্থী হলে ভোটের প্রয়োজন হবে না। সে ক্ষেত্রে ১৪

ফেব্রুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিনেই একক প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

বিরোধী দল জাতীয় পার্টি প্রার্থী না দেওয়ার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীই হচ্ছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি।

পাবনার সন্তান মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর জন্ম ১৯৪৯ সালে। ছাত্রজীবনে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সাহাবুদ্দিন চুপ্পু ১৯৮২ সালে বিসিএস (বিচার) ক্যাডার হিসেবে যোগ দেন। বিচারকের বিভিন্ন পদে চাকরি শেষে ২৫ বছর পর ২০০৬ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে অবসর নেন।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর পরই আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা হয়। যাতে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে। পরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে ওসব ঘটনার তদন্তে কমিশন’ গঠন করেন, যার প্রধান ছিলেন সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র: যুগান্তর